লোচন গোঁসাই, দেখে শুনে তাই,
ভাই গেল গৃহ ত্যজি।
আমি কি সুখেতে, থাকিব গৃহেতে,
সংসার ভোজের বাজী।।
বাল্যকালাবধি, করে নিরবধি,
হাই ছাড়ে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বলে সদা, আর বলে দাদা,
কেন মোরে হ'লে বাম।।
ডাকি একদিনে, ভাই তিন জনে,
কহেন মধুর ভাষে।
আমিও বৈরাগী, হই গৃহত্যাগী,
সবে সুখে থাক বাসে।।
লোচন জননী, নামেতে আছানী,
কথা শুনে মাতা কয়।
বাছারে লোচন, শুনিয়া বচন,
জীবন জ্বলিয়া যায়।।
জনক তোমার, হ'ল লোকান্তর,
সহোদর তব জ্যেষ্ঠ।
দুঃখিনী দেখিয়া, গিয়াছে ছাড়িয়া,
অন্তরে অনন্ত কষ্ট।।
কিছুদিন পর, মাতা লোকান্তর,
সাধু পেল অবসর।
পরিয়া কৌপিন, হৈল উদাসীন,
দীনহীন ক্ষুদ্রতর।।
মেগে খায় ভিক্ষা, নাহি দীক্ষা-শিক্ষা,
নিজেই কৌপিনধারী।
হা গুরু! বলিয়া, ডাক ছেড়ে দিয়া,
হইল দীন ভিখারী।।
কালোরূপ আলো, বরণ শ্যামল,
নীলকমল শরীর।
দ্বিবাহু লম্বিত, অতি সুললিত,
নাভিপদ্ম সুগম্ভীর।।

শ্রীরামলোচন, কহে কোন জন,
নামে লোচন প্রকাশ।
কখন কখন, কহে কোন জন,
শ্রীরামলোচন দাস।।
হা গুরু গোঁসাই! বলে ছাড়ে হাই,
কখন কহিত দাদা।
মোর এ সময়, থাকি বা কোথায়,
হৃদয় থাকিও সদা।।
সাধু লোক সব, বলেন বৈষ্ণব,
হইল বৈষ্ণবোপাধি।
কাটি কর্ম্মভোগ, ত্যজি ন্যাস যোগ,
মহারোগ নিল ব্যাধি।।
হস্ত পদাঙ্গুল, হ'ল স্থূল স্থূল,
ক্ষত হ'য়ে গেল খসি।
ছিল মাত্র রেখা, কাষ্ঠের পাদুকা,
পায় বাঁধে দিয়া রাশি।।
বৃদ্ধ পদাঙ্গুল, ছিলমাত্র মূল,
হস্তের তর্জ্জনী মুর্দ্ধা।
শ্রীকর যুগলে, চতুর আঙ্গুলে,
র'ল মাত্র অর্দ্ধ অর্দ্ধ।।
ক্লেদ শুকাইল, ক্ষত সেরে গেল,
রহে চিহ্ন অর্দ্ধাঙ্গুল।
নাশা চক্ষু লাল, বদন অমল,
দন্ত যেন কুন্দফুল।
মুখে নাহি ক্ষত, কমল শোভিত,
অধরে অধর হাসি,
অধরোষ্ঠ প্রান্তে, কুন্দসম দন্তে,
হাসিতে খসিত শশী।।
শরীর মাঝেতে, স্থানেতে স্থানেতে,
ইচ্ছায় করিত ক্ষত।
এক ঘা সারিত, আর ঘা করিত,
রক্ত ক্লেদ বহির্গত।।